অনির্বাণ

শিক্ষাবর্ষ : ২০২২-২০২৩

পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়

পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া

অনির্বাণ

প্রকাশক : ড. সন্তোষ কোনার
অধ্যক্ষ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়
পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া
পিন – ৭২২২০৬

পত্রিকা সম্পাদক : ড. ঋতুশ্রী সেনগুপ্ত

মুদ্রণ : প্রোভিউ কম্পিউটার সেন্টার
বর্ধমান

প্রকাশকাল : ১৫ আগষ্ট, ২০২২

I am extremely happy to know that Anirban-The online magazine of Patrasayer Mahavidyalaya is being published. It is the issue of 2022 and like its earlier issues of 2020 and 2021 this issue contains several articles from the students and the teachers. It is worthy to note that even during the pandemic years of 2020 and 2021 when the teaching-learning process in the college shifted to the online virtual mode, our college students thrived and prospered beyond our expectations. Even the library and office administration also worked brilliantly in the online mode during these two years.

Another achievement of the college has been the completion of the process of recruiting non-teaching staff of the college in the last year. The college also completed the construction of the second floor of the library building. I must thank the members of the Governing body, the teachers of the college, the non-teaching staff and the students of the college for their cooperation in running the college smoothly. Also, I warmly thank Dr. Ritushree Sengupta, editor of the college magazine for her whole hearted effort in the publication of the magazine. The contributors to the magazine also deserve thanks for their contributions.

I wish wide publicity of the online magazine, ***Anirban***.

Dr. Santosh Koner
Principal
Patrasayer Mahavidyalaya

editorial

There is a strange sound that twirls around the grasses in the campus these days. Similar sounds come from the corridors as well. The windows and doors giggle at times!

Many a times I have wondered, what kind of a sound is that? I often get confused while thinking if it is the wind or a fig of my imagination. I ardently like to believe that it is the sound of sheer happiness. The rather tall buildings which had missed the warmth of human company for almost two years are now happy even by the untimely cacophony of the students. The grasses are gleeful as playful shoes run in and out of the patches of green at almost all time of the day. And why shouldn't they be happy? After all, the campus has come to life! We have bravely fought a deadly virus while braving the other difficulties of our lives.

Last year when I was writing the Editorial for *Anirban*, it was my first time as its Editor. In the process I did learn a lot of things ranging from the art of page set up to the act of driving everyone crazy over the deadline. But as the magazine gradually shaped into a beautiful early autumn reality, it filled me with immense pride and satisfaction as if I was gifted a chance to explore an absolutely unknown terrain that I had managed to walk on with a string of people to support me beyond my expectations. The experience has humbled me and clearly influenced my perspective as I have seen students from varied backgrounds trying their best to overcome their respective limitations and difficulties in order to make *Anirban* a pleasant read. Our ship in the former year had reached the rainbow shore, this year too we were determined to conquer the waves. The readers to the best of my belief will surely do justice to the collective work of the students.

I am immensely thankful to Dr. Santosh Koner, our beloved Principal who has supported the magazine with his experienced guidance in every possible way. I wish to thank the faculty members of the Department of Bengali for their relentless support in this literary endeavour. We must remember that *Anirban* is not just a magazine for us. It remains a fact that topographically situated far from the buzzes of urban Bengal, bereft of several facilities, PatrasayerMahavidyalaya is a small rural college and our students are mostly from underprivileged quarters of the district of Bankura and yet, they have composed a magazine that has given all of us an opportunity to boast of a unique literary identity. To that indomitable spirit, I bow down as team *Anirban* proudly roars,

WE CAN, WE MUST AND WE WILL.

Dr. Ritushree Sengupta
Editor
'Anirban'
Patrasayer Mahavidyalaya

আমরা করব জয় নিশ্চয়

ছাত্রসংসদ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়

আমাদের প্রাণপ্রিয় পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয় আমাদের মননে, চিন্তনে, জাগরণে, সদা জাগরুক। আমাদের প্রিয় মহাবিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আমরা পাত্রসায়ের তৃণমূল ছাত্রপরিষদ সদা সচেষ্ট। করোনা মহামারীর কবলে পড়ে গোটা বিশ্বের মানুষ যখন অতিষ্ঠ তখন ছাত্র-ছাত্রীরাও তার কুফল ভোগ করেছে এবং এখনো করে চলেছে। আমাদের পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও মহামারীর কারণে বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আমরা তাদের জন্য যে সমস্ত কাজগুলো করেছি সেগুলি হল :- ক) করোনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণ প্রভৃতি। খ) করোনার আবহে সকল ছাত্র-ছাত্রী যাতে পরীক্ষায় বসতে পারে এবং কোন অসুবিধা না হয় তারজন্য অনলাইনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। গ) যে কয়েকদিন কলেজে অফলাইনে পঠন-পাঠন হয়ে ছিল তার মধ্যে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা, কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, সরস্বতীপূজা, রক্তদান শিবিরের সাহায্য করা, প্রভৃতি কাজে আমরা লিপ্ত ছিলাম। এছাড়া রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলের জন্মজয়ন্তী, ভাষাদিবস, যুবদিবস, শিক্ষক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রভৃতি জাতীয় দিবস এবং মহান মনিষীদের জন্ম/মৃত্যু দিনগুলি আমরা মহাবিদ্যালয়-এর অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে উদ্‌যাপন করি। ঘ) মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং কলেজ পত্রিকা বিষয়-এ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সাহায্য করা। উপরোক্ত কাজগুলি ছাড়াও আমাদের কলেজে যাতে একটি ক্যান্টিন করা যায় এবং সাইকেল স্ট্যান্ড-এর ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে আমরা আবেদন জানিয়েছি। আশা করি কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে, সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন, তারা যেন বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট কলেজে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি বিষয়টি মান্য করে। পরিশেষে আমরা একথাই বলতে চাই যে, আমাদের পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র-ছাত্রীর যে কোন রকম অসুবিধায়, আমাদের তারা পাশে পাবে; আমরা তাদের ভালোর জন্য, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে সদাপ্রস্তুত।

ধন্যবাদান্তে,

ছাত্রসংসদ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়

সূচীপত্র

অজানা থেকে গেলো / সরিফা খাতুন ০১
জীবন বড়ো তিক্ত / মৌপর্ণা ভট্টাচার্য ০২
নব রূপ জগতময় / রিমা মিদ্যা ০৩
শিশির কণা / ফারহানা খাতুন ০৪
MIRROR OF MADNESS / Dr.Ritushree Sengupta ০৫
আমার পদ্য / অপরাজিতা মুখার্জ্জী ০৬
কলেজের স্মৃতি চারণা / সংঘা সোম ০৭
হয় দাঃ / ঝড়বৃষ্টি / সমাপ্তি মুর্মু ০৮
ক্ষুধা / কেয়া পাঁজা ০৯
ওপারের ডাক / মিলন ঘোষ ১০
অনাচার / শঙ্কর বর্মন ১১
কলেজ ম্যাগাজিন / সমাপ্তি দাড়ী ১২
বৃষ্টি / পপি বিশ্বাস ১৩
পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয় / চতুর্থ সেমেস্টারের সকল ছাত্রীবৃন্দ, দর্শন বিভাগ ১৩
একগুচ্ছ কবিতা / তুহিনা খাতুন ১৪
আমাক মা / মৌলি মণ্ডল ১৫
ভালো আছি / সন্দীপ বর ১৬
লক্ষ্মীর স্বপ্ন / সুস্মিতা আদক ১৭
দারিদ্রতা / সোহেল খাতুন ১৯
জীবন কিনারায় / পায়েল ঘোষ ২০
স্বপ্ন / ঝুম্পা ঘোষ ২০
যুগের বদল / দিশা ঘোষ ২১
ভালো আছি / সমাপ্তি ঘোষ ২২
বিশ্বস্ততার প্রতীক 'কর্ণ' / অচিন্ত্য কুণ্ডু ২৩
প্রশ্ন / প্রভাত ঘোষাল ৩০
মানবতা / দীপক কুমার ঘোষ ৩১
মানবের মূল্যবোধ / ডঃ বিষ্ণুপ্রসাদ দাশ ৩২
শিক্ষা কা মহত্ত্ব / ডঃ নিমাই চরণ মহাপাত্র ৩৪
The Relation between Sign of Material Implication and 'If...then...'/Ziaur Rahaman ৩৬
চিত্রকলা ৪৪
GALLERY ৪৭

অজানা থেকে গেলো

সরিফা খাতুন
সংস্কৃত বিভাগ (তৃতীয় বর্ষ)

কাজ কর্মহীন, স্থানুর মতো যখন চুপটি করে বসে থাকি
সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব জগতে, চেতনার জানালা দিয়ে ;
প্রবেশ করতে থাকে;
যেগুলো আমার সম্পূর্ণ অজানা
চেষ্টা করেছি উত্তর পাই নাই; অজানা থেকে গেলো।
আদম্ ও ইভ্ বহুযুগ অতীত; জানবো কার কাছে ?
সবাই আমরা জ্ঞানী, নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবাটা আমাদের সজ্জাগত;
তবুও আমরা অসহায়; বে-আব্রু হই; টান পড়ে লজ্জা বস্ত্রের।
চিবিয়ে খেয়েছি জ্ঞান বিবেক ও চেতনাকে
আমরা প্রাণীশ্রেষ্ঠ জীব মান ও হুস সবই আছে।
আমরা খবরদারি করি সকল স্থানে।
তবুও আমরা অসহায়
পরিণতি কি হবে, কখনো ভাবি নাই।
শিক্ষা নিই নাই ঠকে ও ঠকে!
সবেরই শেষ আছে, মেকি সংস্কৃতি ও সভ্যতায় কি হবে!
হারাধনের দশটি ছেলের মতো?

জীবন বড়ো তিক্ত

মৌপর্ণা ভট্টাচার্য
সংস্কৃত বিভাগ (তৃতীয় বর্ষ)

দেখেছি ওদের...
আমি দেখেছি ওদের আকাশ মেঘলা,
মন খারাপের ভিড়..
দেখেছি আপন-জন ছেড়ে যাওয়া,
একলার সেই নীড়..
কীভাবে রাত্রি কালো হয়ে যায়,
হতাশারা ঘিরে ধরে..
দেখেছি আমি ভাঙা স্বপ্নদের,
আলো-আঁধারি ভোরে..
অট্টালিকায় জানালার পাশে,
ভেবে যায় শুধু ওরা..
কীভাবে জীবন চলছে এখন,
আর অতীতের ভাঙা-গড়া..
দিন বলতে যাদের ছিল,
হাসি-ঠাট্টা আর খেলা..
জেনেছি কীভাবে সময়ের ডাকে,
শেষ হয়েছে সেই বেলা..
দম্ভগুলো ধূলায় মিশেছে,
অহংকাররা সব দিয়েছে পাড়ি..
আকাশ এখন নীরবতা ভেঙে,
প্রায়ই ঝড়ায় বৃষ্টি ভারী..
শান্ত শরীর, ক্লান্ত মন – চোখের পাতা সিক্ত...
হিসেবের পাশে শুধু লেখা ভাসে -- 'জীবন বড়ো তিক্ত'।।

নব রূপ জগতময়

রিমা মিদ্যা
সংস্কৃত বিভাগ (তৃতীয় বর্ষ)

রূপোলি সন্ধ্যায় শুভ্র চন্দ্রমায়,
নব রূপ ভাবনায় নব রূপ জগতময়।

শান্ত তরুগণ আন্দোলিত শাখায়
ক্লান্ত পাখিগণ পথ হারায়,
আঁধারে আঁধারে রাত্রি কাটায়
আলোয় আলোয় ঊষার মহিমায়।

দূর বহুদূর পাহাড়-পর্বত-উপত্যকায়
মৃদু মধুর আস্বাস বাতাসের শব্দ,
আকাশে ভাসে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর অস্ফুট মন,
অন্তরে আশান্ত সমুদ্রচ্ছাস প্রকৃতির সুষুমায় স্বর্গ ময়।
লক্ষ লক্ষ জীবন আনন্দের অপরূপ ভঙ্গিমায়
নক্ষত্রের উজ্জ্বল জ্যোতি সোভা ছড়ায়।
রূপোলি সন্ধ্যায় শুভ্র চন্দ্রমায় ,
নব রূপ ভাবনায় নব রূপ জগতময়।।

শিশির কণা

ফারহানা খাতুন
সংস্কৃত বিভাগ (তৃতীয় বর্ষ)

মধ্য রাতে শিশির ঝরে তোমার চোখে
স্বপ্নের যত বারাবারি বাড়ে দুপুর রাতে।
প্রিয় যে দিন চলে গেলো হাত ছেড়ে
মৃত্যু সেদিন সহজ ছিলো বাঁচার থেকে।
তার পরেও তো হাজার রাতের আনাগোনা
হাজার স্বপ্নের উঁকি ঐ অন্ধকারের মাঝে।

তবু কেন হৃদয় খুলতে পারোনি সহজে?
সে তো এখন দিব্বি আছে ষোলো বছর-
সুন্দরী বৌ, দুটো বাচ্চা, তোমার হত্যাকারী।

তোমার সন্তান বড্ড ভালো সবার থেকে
শিশির কণার সকল মানে সে বোঝে।
পাড়ার লোকে মারলে খোঁচা সবার মাঝে
শান্ত ছেলে চুপটি করে বাড়িতে বসে কাঁদে।
মা কে বলতে লজ্জা করে এ সব কথা
রাতে উত্তর খোঁজে শিশির কণার মাঝে!

পনেরো বছরের শুভঙ্কর নাম চেনেনা কেন ?
শুভঙ্কর রায় কেন চেনেনা শুভঙ্কর কে আজও ?
তোমার জন্য শুভঙ্কর আজ শুভঙ্কর থেকে বঞ্চিত!

MIRROR OF MADNESS

Dr. Ritushree Sengupta
Assistant Professor of English

I am scared of watching news these days. Newspapers appear to be equally terrifying. Every screen and every page only tells me that happiness is history. Born in the 90s, I was a hopeless believer of fairy tales and for a very long time I thought that the world out there was actually beautiful. But the world failed me. I must say that it did not fail me overnight but like a toxic slow motion shot, it kept on failing me by constantly reminding me that failure is what I should expect, failure is what tomorrow will bring and failure is something that we all will have to share our dreams with. Sometimes I wonder, passing the unruly paper of algebra in school was rather easy than to have to deal with the world failing and falling apart since eternity.

Now the question is, what do we understand as failure? Is it the realisation of not being enough? No, it is not that simple. Failure is to watch a society transform in front of one's own eye and not being able to do anything about it. As we were growing up our leisures in the playing areas disappeared. Now the parks are for the senior citizens where they laugh to death and then silently disappear. Our playtimes no longer exist. Children these days do not know the significance of a silly stone that could provoke an entire colony to play unchaperoned monsoon soccer in the streets. We are nothing but the ghosts of our colony soccer team. To come home through a quite alley only being accompanied by stray dogs at 5 pm is failure.

Do we have to blame anyone? Can we really blame anyone? Does it help?

The answer is yes and no at the same time. I feel tired these days. I only see people trying to drown their sadness behind shopping dates with old friends, Sunday brunches and occasional clubbing. Like many, I too pretend that everything is alright and we all pretend simply too well.

This pattern of pretence only keeps increasing as we transform into plastics. It could be remembered or forgotten as well that we as a generation could not make history.

The shameless lights on hoardings laugh at us. We call them markers of enlightenment.

Disillusion has begun.
Degeneration has begun.
Disaster waits.

আমার পদ্য

অপরাজিতা মুখার্জ্জী
সহকারী অধ্যাপিকা, ইংরাজী বিভাগ

ভাবছি বসে, লিখবো কষে
গণ্ডাখানেক কবিতা,
সেই আনন্দে মশগুল হয়ে
স্বপ্নে দেখলুম---
পুরষ্কার প্রাপ্তির ছবিটা।।
আহাঃ যেমনি ভাবা তেমনি শুরু
বসলুম খাতা কলম নিয়ে
কিন্তু কবিতা কি, কেমনে লেখে
ধারণা তো নেই মগজেতে
হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দি এঁটে
ফোনটা খুলে বসলাম
কেমন করে কবিতা লেখে--
জানতে সোজা গুগুলে গেলাম।
পছন্দ হলো না গুগুলের জ্ঞান
চোখ বুঁজে করি গণেশের ধ্যান
ব্যস, তারপর এসে গেল পরপর
ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, বাক্য, ছন্দ
সাহিত্য হলো জমে ক্ষীর
ব্যাপারটা কিন্তু নয় মন্দ।
এরপর-- লিখে ফেললাম হড়হুড়িয়ে
পদ্য ছড়া সাত আটটা
কিন্তু, আমি যতই লিখি
মানছে না মন, আছে খটকা।
যা হোক বাপু, কবি হলাম
নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে
গর্বিত বুকে ভরসা পেলাম।
এবারের মত ক্ষমা করে দাও
লিখবো না আর কথা দিলাম।।

কলেজের স্মৃতি চারণা

সংঘা সোম
ইংরাজী বিভাগ (ষষ্ঠ সেমেস্টার)

পুরোনো সে স্মৃতির ভাঁজ এ
রয়ে যাবে এই দিনটি,
মনে পড়লে হয়তো হবে ভারাক্রান্ত
আমাদের মনটি।
দিনগুলো ছিল ভীষণ রঙিন
মুহুর্তগুলো ছিল দামি,
স্মৃতিচারণা করে লিখছি এক কবিতা
একলা বসে আমি।
দিনটি ছিল মেঘলা বেশ
ঠিক যেন আজকের মতো
পাওয়া যাবে না আর সেসব সময়
যে গুলো হয়েছে গত।
কলেজ জীবনে এই স্বল্প পরিসরে
হারিয়ে ছিলাম নিজেকে,
শেষ দিনটি আনন্দের সাথে
মানাচ্ছিলাম মনটাকে।
মুখে সবার হাসি থাকলেও
হৃদয় জুড়ে ছিল কান্ন,
খুশির আমেজটা ছিল একটু বেশি
তাই হারিয়েছি অশ্রু বন্যা।
এক অদ্ভুত বিষন্নতা ছেয়ে গেলো
আজ আমার এ মনে,
কিছু স্মৃতি খুব দামী
মনে পড়বে তা প্রতিক্ষণে।

হয় দাঃ

সমাপ্তি মুর্মূ
ভুগোল বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

রিমিল রাকাব কেদা বেড়ায় দানাং এনা,
বিলিৎ বালাৎ বিজলি আতে দাঃ দাড়ি এহব এনা।
হাসা রেয়া সন্ধাড় সঃতে দারে ক হিলাও এনা,
দাঃ সাঁওতে হুডিঞ মারাং আরেল ঞুরহুয়েনা।
দারে খন ঞুরহু সাকাম ঝত হয়তে অটাং এনা,
হাজার হাজার হয় সাঁওতে ডীর ক রীপুৎ এনা।
নীয় গাভা পুকরি করেঃ দাঃ ধরি এনা
ডাহার লসৎ এনা, ক্ষেত ক দাঃ তে পেরেত্রেনা
লহৎ কাতে ডাংরি মেরম অড়াঃ ক দড়ি কেদা
মীনমি ক হ উলুম লীগিৎ অড়াঃ ক বলয়েনা,
বীয় বীয় তে দাঃ হ আসুড় কেদায়
হেদে রিমিল অচঃ কাতে বেরায় রাকাব এনা।

অনুবাদ :

ঝড় বৃষ্টি

মেঘ উঠল, সূর্য ডুবে গেল
বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হল।
মাটির সোঁদা গন্ধে সাহুগুলি নড়ে উঠল
বৃষ্টির সাথে ছোটো বড়ো শিলাবৃষ্টি পড়তে লাগল।
গাছের থেকে পড়ে যাওয়া পাতা হাওয়ায় উড়ে গেল
ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের ডাল ভাঙল
নদী, খাল, পুকুরে জলের পরিমান বেশী হল
রাস্তায় কাদা জমল, জমিতে জল ভরে গেল
ভিজে গিয়ে গরু ছাগল বাড়ির দিকে ছুটল
মানুষেরাও আশ্রয় এর জন্য ঘরে ঢুকল
আস্তে আস্তে বৃষ্টি কমতে শুরু করল
কালো মেঘ সরে গিয়ে আবার সূর্য উঠল।

ক্ষুধা

কেয়া পাঁজা
শিক্ষা সহায়ক কর্মী

নিরালায় বসে আমি গড়ের মাঠে
মনোযোগ দিয়েছিনু কবিতার পাঠে।
পাঁচ জন গুণগ্রাহী ছিল পাশে বসে
কোত্থেকে ভিখীরি এক জুটেছিল এসে।
যত আমি পড়ে যাই তত নাড়ে মাথা
ঘুরে ফিরে দেখা যায় কবিতার খাতা।
শেষ হলে তারে আমি শুধালেম হেসে
কি বুঝিলি তুই, এত ঘুরে ঘুরে শেষে।
বলে, তোমার কথা তো কিছু বুঝি নাই
তুমি যদি খুশি হও, মাথা নেড়েছিনু তাই।
আজ দুইরাত তিনদিন ভাত নাই পেটে
তুমি কিছু টাকা দিলে এই বেলা জোঠে।
এই কথা শুনে মোর ঘুরে গেলো মাথা
হাত থেকে পড়ে গেল কবিতার খাতা।
চারিদিকে চেয়ে দেখি ওরা শত শত
ফুল বেচে ফিরিছে শিশু, ফুলেরই মত।
কচি হাত ভিখ মাগে বসে পথপাশে
দেখি ঈশ্বর ফিরিতেছে ভিখারীর বেশে।
মিটিবেনা জানি কভু জঠরের জ্বালা
ভাতে কভু ভরিবেনা ভিখিরির থালা।
এত ক্ষুধা দিকে দিকে, তাও চুপ রই
বাজারে দেদার বিকোয় কবিতার বই,

ওপারের ডাক

মিলন ঘোষ
বাংলা বিভাগ (পঞ্চম সেমেস্টার)

ওপারের ডাক আসবে যখন
আমরা সবাই যাবো তখন।
এসেছিলাম এই পৃথিবীতে
কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে
সে সব কী পূরণ হবে
ওপারেতে গিয়ে ?

এসেছি যখন এই পৃথিবীতে
যেতে তখন হবেই
শত যুগের এই বিধির বিধান
কে বল আটকাবে ?

কত দিনের পরিচয়
সব এক দিনেতেই হয়ে যাবে শেষ
চলে যাবে আমার উপর
মমতা, ভালোবাসা আর রেষ।

যখন আমি থাকবো যেগে
কেয় রবেনা কাছে
আমাকে অবহেলা করে
সবাই যাবে চলে পাছে।

ওপারেতে গিয়ে আমি
দেখবো সব কিচ্ছু
আমার জন্য তোমরা
কাঁদছো সব মিছু।

আমায় নিয়ে তোমরা অনেক
বলছো ভালো-মন্দ।
ওপারেতে যাওয়ার পরে
সবই হবে সমাপ্ত।

অনাচার

শঙ্কর বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

এ দিক তাকাই ও দিক তাকাই
সব কিছুতেই ফাঁকা।
কবে যে সব দেখা হবে?
বয়স হলো দাদা।

ঈশ্বর না কি সব কিছুই দেয়,
তবু কেন নাই নাই।
মাঝখানে সব ফয়দা লুটায়,
মুখোশধারীরাই।

লোভ লালসা মোহ বাড়ায়,
প্রেম বড় অসহায়।
এই সমাজে দরিদ্র যে জন,
তারাই শুধু সয়।

শোষিত সব মানুষ যে জন,
এই সমাজের ভিত।
কিন্তু তাদের দুর্বলতায়,
বাবুরা সব কেমন যেন ফিট।

কলেজ ম্যাগাজিন

সমাপ্তি দাড়ী
বাংলা বিভাগ (তৃতীয় সেমেস্টার)

আজকে আমি সারাদিন
ভাবছি মনে মনে
কিছু একটা লিখতে হবে
কলেজ ম্যাগাজিনে।
ভেবে ভেবে হচ্ছি সারা
লিখব কী যে ছাই
সারাটা দিন বসে বসে
ভাবছি আমি তাই।
একটা বিষয় মাথায় এলো
ব্যাপারটা তো বেশ,
কলেজে ছেলেদের ভন্ডামিটা
করব এবার শেষ।
বলছে এবার ছেলেগুলো
লিখতে কি আর পারে?
বড়ো বড়ো কবিদের
লেখা টুকেই ছাড়ি।
কার না রাগ ধরে বলুন
এসব কথা শুনে
লেকার যদি ক্ষমতাই নেই
লিখুক তবে স্বপ্নে।
সবাই মিলেই ভেবে দেখুন
হচ্ছে এগুলো ঠিক?
লেখার তবু স্বপ্ন চোখে
করছে যে চিকচিক।
বলছে তবু জনে জনে
লিখছি আমি নিজে
পোড়া কপাল ভেবেই মরি
করব আমি কী যে?

বৃষ্টি

পপি বিশ্বাস
বাংলা বিভাগ (চতুর্থ সেমেস্টার)

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
সূর্য গেছে ডুবে,
মনটা ভারী আনন্দিত
বৃষ্টি নামবে বলে।
আসছে ভেসে নীল আকাশে
কালো মেঘের মেলা।
সাদা মেঘের ছুটি এবার
কালো মেঘের পালা।
হুড়মুড়িয়ে মেঘের দল
বৃষ্টি নামল এসে,
এই ধরণীর তলে
সবাই গেল ভিজে।
সজল হল বসুন্ধরা
জুড়লো জগৎ বাসীর প্রাণ।

পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমেস্টারের সকল ছাত্রীবৃন্দ
দর্শন বিভাগ

পাত্রসায়ের কলেজের ছাত্রী আমরা
দর্শনে করছি অনার্স
২০২১-এ প্রথম আমরা করেছি অপলাইন ক্লাস
অনলাইন ক্লাসে পেতাম ভয় সকল স্যার ম্যামদের
অনলাইন ক্লাসে চিনলাম আমরা নতুন করে তাঁদের।
তাঁদের মতো এত ভালো আমরা দেখিনি আগে
সাহয্য করে প্রচু তাঁরা আমাদেরকে
৩ নম্বর রুমে করি ক্লাস আমরা সারাদিন
প্রিন্সিপাল স্যারকে আমরা প্রথম দেখেছি যেদিন
স্যার যে প্রচুর ভালো বুঝেছিলাম সেইদিন।
পাত্রসায়ের কলেজের নেই কোনো তুলনা
এই রকম স্যার ম্যামদের ভোলা কখনোই সম্ভব না।

একগুচ্ছ কবিতা

তুহিনা খাতুন, ইংরেজি বিভাগ (চতুর্থ সেমেস্টার)

পয়লা বৈশাখ

পয়লা বৈশাখ হা খাতা নয়
জীবন বাঁধার গান,
পয়লা বৈশাখ শুভ উৎসব
বাংলা প্রেমীর দান।।
ঈদ অথবা দূর্গাপূজায়
শুভ উৎসব নয়,
দারুন মজা বড়ো উৎসব
পয়লা বৈশাখ ভাই।।
পয়লা বৈশাখ নববর্ষ,
পয়লা বৈশাখ আশা,
পয়লা বৈশাখ
তিরিশ কোটি
খাস বাঙালির ভাষা।।
পয়লা বৈশাখেসো সবাই
করি কোলাকুলি,
শপথ নিই এইদিন থেকে
জাতি-ধর্ম-বর্ণ সব ভুলি।।
পয়লা বৈশাখ সবার ঘরে
জ্বলুক হাজার বাতি।।

খুশির ঈদ

রমজানেরই রোজার শেষে
এল খুশির ঈদ,
সেবা ভালোবাসার প্রতীক
তাই শান্তির নিদ।।
জাত ধর্ম ভুলে গিয়ে
বিশ্বমানব ভাই,
এসো সবাই মিলে মিশে সাম্যের গান গাই।।
খুশির ঈদ, ঈদের খুশি
আম জনতার ঘরে,
দুটি মায়ের দুটি ছেলে
নাচছে উঠোন পারে।।
দুটি মায়ের বুকের ভেতর
একই ছেলের মুখ,
একটি মায়ের গর্বে ভরে
অন্য মায়ের বুক।।
বিজয়ার শুভ প্রীতি
প্রাণ ভরা ঈদ পরব,
দুটি মা-ই খুবই খুশি
দু-ভায়েরই তাই গর্ব।।

শুরু হোক পথ চলা

এই বিশ্বের তিরিশ কোটি
খাস বাঙালির
স্বপ্ন,
ঘরে ঘরে হিসেব-নিকেশের পালা চুকিয়ে
বরণ শুরু
হাজার আশা,
শুভ সকাল,
একের পর এক পার হয়ে
শুরু হোক স্বপ্নের পথ চলা,
সাফল্যের দিন গোনা।।

হে বৈশাখ!
তুমি দু-হাত ভরে দিয়েছ
একদিকে মাটি চৌচির রোদ্দুর,
বিকেলের ধূলোঝড়,
পাশাপাশি
জীবনের স্পর্শ
রুদ্র গর্জন শেষে,
সৃষ্টির নতুন ছোঁওয়া
প্রানের স্পন্দন।
বিশ্বের ইতিহাসে
বাঙালির গর্ব,
রবি-কিরণ,
সর্ব অঙ্গে মেখে
আমরা চলেছি সবাই,
তোমাকে ভরসা করে
হে বৈশাখ।।

আমার মা

মৌলি মন্ডল
দর্শন বিভাগ (পঞ্চম সেমেস্টার)

সবার থেকে বাসি ভালো
আমার সোনা মাকে
সকল কাজের মধ্যে আমি
খুঁজি শুধু তাকে।
সবাই বলে ঠাকুর বড়
আমি বলি না
সবার থেকে বড়ো যিনি
তিনি আমার মা।
দুঃখ আঘাত আসে যখন
কেউ তো থাকে না,
চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে
বুকে টানে মা।
তুমি আমার জীবন মাগো
তুমি আমার প্রাণ
সন্তানের কাছে মাগো
তুমিই যে ভগবান।

ভালো আছি!

সন্দীপ বর
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কি রে কেমন আছিস?
এই তো চলছে!
বেশ বেশ; ভালো থাকিস।
ভালো থাকাটা আসলে কি?
মুখে একটু হাসি ...!
বুক ফাটে; তো মুখ ফোটে না গোছের,
হ্যাঁ, একদম তাই।

আসলে কি জান?
কষ্টটা যে শুধু মাত্র তোমার।
ওটাকে একদম বাইরে প্রকাশ করা যাবে না!
তোমার একাকিত্ব; তোমার শূন্যতা,
সবই তোমার একান্ত ব্যক্তগত।
গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে তোমাতে!
ভাঙবে তবু মচকানো যাবে না।
ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে ভিতরে শেষ হয়ে যাও,
তবুও তোমাকে মুখে বলতে হবে ভালো আছি!

এই ভালো আছির মধ্যে লুকিয়ে আছে,
এক রাশ হতাশা-হাহাকার!
জে হতাশা তোমাকে প্রতি মুহূর্তে,
কুরে কুরে খাবে; ভিতরে ভিতরে,
তার কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না।
তবুও তোমাকে অমলিন চিত্তে,
এক গাল হেসে বলতে হবে 'ভালো আছি' ...!

লক্ষ্মীর স্বপ্ন

সুস্মিতা আদক
দর্শন বিভাগ (তৃতীয় সেমেস্টার)

গ্রামের নাম রায়পুর। রায়পুর গ্রামের ছোটো মেয়ে রাজলক্ষ্মী। সবাই তাকে ভালোবেসে লক্ষ্মী বলে ডাকে। তার বাবার বাড়ি অর্থাৎ নিজের বাড়ি কিন্তু রায়পুরে নয়। তার মামার বাড়ি রায়পুরে। সে ছোটো থেকেই মামা বাড়িতেই আছে। তাই লক্ষ্মী তার গ্রামের নাম রায়পুর বলেই জানে। সে ছোট ছেকেই তার মায়ের কাছে মানুষ। সে তার মায়ের মুকে শুনেছে জে লক্ষ্মীর বাবা নাকি তাকে ও তার মাকে তার বাড়িতে থাকতে দেননি। লক্ষ্মী যেইদিন এই সুন্দর পৃতিবীতে এসেছিল, সেইদিনই লক্ষ্মী ও তার ময়ের থেকে তার বাবা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সেই দিন থেকেই লক্ষ্মী তার মা, দিদিমা ও মামার সাথে মামা বাড়িতে আছে। লক্ষ্মীর বয়স এখন সাত বছর। লক্ষ্মী তা মা কে দিন রাত পরিশ্রম করতে দেখে। লক্ষ্মীর কুব কষ্ট হয়। লক্ষ্মী তার মায়ের কাছে গিয়ে তার মায়ের সাথে কাজ করতে গেলে তার মা তাকে কোনো কাজ করতে দিতেন না। লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীর মাথায় হাত রেখে বলতেন--- 'তোর এখন পড়াশোনা ও খেলাধুলা করার সময়, কাজ করার নয়।' এই ভাবেই লক্ষ্মী বড়ো হতে থাকে, লক্ষ্মীর বয়স বাড়তে থাকে। লক্ষ্মী প্রতিদিন ঠাকুর ঘরে বসে ঠাকুরের কাছে প্রার্থণা করে যে, যেন তার বাবা আসেন ও তাকে ও তার মাকে যেন নিয়ে যান। সে যেন তার বাবাকে একবার দেখতে পায়। কারণ লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে অনেক ছোটো বেলায় নিয়ে এসেছিলেন। তাই লক্ষ্মীর বয়স যখন দশ বছর হলো তখন হঠাৎ একদিন তার বাবা তার মায়ের সাথে ও তার সাথে দেখা করতে এলেন। লক্ষ্মী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো। লক্ষ্মীর মনে হচ্ছিল সে যেন জীবনের সব কিছু পেয়ে গেছে! সে বোধয় পৃথিবীর সবথেকে সুখী ব্যক্তি। কিন্তু লক্ষ্মী জানতো না যে তার বাবা থাকতে বা তাদের নিয়ে যেতে আসেননি, তাদের সাথে দেকা করতে এসেছিলেন মাত্র। পরে লক্ষ্মী যখন জানতে পারলো তখন তার মন খারাপ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে তার বাবাকে তো প্রথম দেখলো। তারপর থেকে লক্ষ্মীর বাবা আসা যাওয়া করতেন। লক্ষ্মীর না পাওয়া বাবার ভালোবাসাটা যেন এখন লক্ষ্মীর বাবা পূরণ করে দিচ্ছিলেন। লক্ষ্মীর বয়স এখন আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়েছে। লক্ষ্মীর বাবাও এখন লক্ষ্মীকে খুব ভালোবাসেন। লক্ষ্মীর বাবা এখন লক্ষ্মী ও তার মায়ের জন্য লক্ষ্মীর মামা বাড়ির পাশে একটা বাড়ি করে দিয়েছেন। সেখানে লক্ষ্মী ও তার মা থাকেন। আর লক্ষ্মীর বাবা থাকতেন তাঁর নিজের বাড়িতে অর্থাৎ হলদিয়াতে। লক্ষ্মীর বাবা হলদিয়াতে থাকলেও মাঝে মাঝে চলে আসতেন লক্ষ্মীর সাথে দেকা করতে। লক্ষ্মীর দিদিমা এখন আর বেঁচে নেই।

লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে ছোটো থেকেই বলতেন দেক লক্ষ্মী তোকে একটা কিছু করতেই হবে, তোকে পড়াশোনা করে চাকরি করতে হবে। তার বাবাও তাকে ওই একি কাথাই বলতেন। তাছাড়া লক্ষ্মী ছোটো থেকেই তার মায়ের কষ্ট দেকেছে তাই লক্ষ্মী মনে মনে ভেবেই নিয়েছিল যে সে কিছু একটা করবে। লক্ষ্মীর বয়স এখন বাইশ বছর। লক্ষ্মী এবার এম.এ করার কথা ভাবে কিন্তু তার মা এর এবং বাবার আর্থিক

অবস্থার কথা ভেবে সে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। কিন্তু লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীর স্বপ্নের কথা আগে থেকেই জানতেন। লক্ষ্মীর ছোটো থেকেই স্বপ্ন ছিল শিক্ষিকা হবার। তাই লক্ষ্মীর মা ও বাবা কিছু টাকা ধার করে তাকে এম.এ করতে পাঠায়। যথারীরি লক্ষ্মী আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে এম.এ শেষ করে। লক্ষ্মীর বয়স এখন আঠাশ বছর। লক্ষ্মী এখন চাকরির উপযুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু চাকরির সাথে সাথে সে বিবাহেরও উপযুক্ত হেয়ে গেছে। অনেক মানুষ তার মায়ের কাছে লক্ষ্মির জন্য সম্বন্ধ নিয়ে আসছে। লক্ষ্মীও এদিকে চাকরির জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু দেকতে দেকতে আরো চার বছর কেটে জেয় কিন্তু লক্ষ্মী একনও শিক্ষিকা হেতে পারে না। লক্ষ্মির মা ও বাবা লক্ষ্মির চাকরির আশা প্রায় চেড়েই দিয়েছেন। লক্ষ্মীকে বিয়ে করতে তার মা ও বাবা প্রায় জোর করতে থাকেন। এসব করানে লক্ষ্মীও এবার কেন যেন একটা হয়ে যাচ্ছে। সব সময় কেমন যেন আনমনা হয়ে বসে থাকে। সারদিন বসে বসে কি যেন একটা ভাবে। সেইদিন বিকেলে লক্ষ্মী জানালার দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মী বাইরে ক্ষরোস্রোতা নদীর ও পাখির মিষ্টি শব্দ শুনতে পেয়ে সেই মুহূর্তেই বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে বেরিয়ে এসে লক্ষ্মী নদীর পাড়ে গিয়ে বসলো। নদীর পাড়ে বসে তার জীবনের পরোনো দিনের কথাগুলো সে ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো তা মায়ের সে কস্টের কথা। আজকাল যেন লক্ষ্মীর বাবা আর লক্ষ্মীর সাথে ভালো করে কথা বলেন না। এসব ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মীর মনে হলো কে জানে তার বাবা আবার আগের মতো তাদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেবে না তো? কথাটা লক্ষ্মীর মনে আসতেই লক্ষ্মীর দুচোখ জলে ভরে উঠলো। লক্ষ্মী খেয়ালই করেনি জে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লক্ষ্মী একমনে বসে ছিল নদীর পাড়ে। নদীর উপরে একটা ব্রীজ। সেই ব্রীজটি ভেঙে যাওয়ায় সেকানে কাজ চলছিল। সনধ্যা হওয়ার করণে যারা ব্রীজ তৈরি করছিল তারাও বাড়ি চলে যায়। হঠাৎ এক সময় লক্ষ্মীর পায়ে একটা ঠাণ্ডা অনুভব হয়। কি যেন একটা তার পায়ে স্পর্শ হল। সে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো যে এটা মাছ। তকন লক্ষ্মী বুঝতে পরে জে সন্ধ্যা হয় গেছে। তখন লক্ষ্মী ওঠে এবং এখনও সে ওই কথাই ভাবতে থাকে। সে এখনও ভাবতে থাকে আমাকে শিক্ষিকা হতেই হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মী আনমনা হয়ে সে ভাঙা ব্রীজের উপর হাঁটতে থাকে এবং হটাৎ কিসে যেন একটা হোঁচট খেয়ে লক্ষ্মী এসে পড়ে নীচে সেই ক্ষরোস্রোতা নদীর ভীতর। তার সারা জীবনের মতো তার স্বপ্নও তলীয়ে গেল নদীর অতল জলে।

দারিদ্রতা

সোহেল খাতুন
ইতিহাস বিভাগ (তৃতীয় সেমেস্টার)

দারিদ্রতার জ্বালা বড়ো জ্বালা
অন্নের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলা
তাদের নিয়ে কখনও করোনা খেলা
কাছ থেকে বেখলে বুঝতে তাদের কত জ্বালা
দিনের পর চলে দিন
কিন্তু তাদের জীবন কখনও হয়না রঙিন
তারা কখনও রঙিন স্বপ্নে ভাসে না
আর কখনও মন খুলে হাসে না
দারিদ্রতাকে বড়ো কাছ থেকে দেখিছি আমি
কারন এক দরিদ্রের কন্যা সন্তান আমি
মা তুমি আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা
দেখেছি আলোতে তোমার হাসি আর অন্ধকার কান্না
হাজারো আভাবের মাঝে রেখেছো সুখে
পেয়েছো অনেক কষ্ট কিন্তু বলোনি মুখে
বড়োলোকদের শোষণ আর অত্যাচারে
তাদের জীবন আজ বিষে ভরা
তাদের সন্তানরা এক ফোটা দুধের জন্য চিৎকার করে
আর ধনীর সন্তানরা গ্লাসের পর গ্লাস দুধ নস্ট করে
সারাদিন পর যখন ক্লান্ত শরীর বিছানায় দেয়
মনে হয় তাদের ওঠার ক্ষমতা নেই আর
আমি বলি দারিদ্রতা জটে মতো
মুক্ত হতে চাইলে আটকে পড়বে ততো
হে সমাজ আমার একটাই অনুরোধ
বন্ধ করো শোষণ তারাও মানুষ

জীবন কিনারায়

পায়েল ঘোষ
বাংলা বিভাগ (তৃতীয় সেমেস্টার)

জীবন নদীর কিনারায়
কেউ আসে কেউ যায়
জীবন তবু শান্ত থাকে
কখনও বা ফুঁপিয়ে ওঠে
নীরব এই জীবনটাতে
কখনও সমুদ্রের ঢেউ আসে
আসার এই পৃথিবীতে তবু
নিরাশ হও না কভু
সয়ে যাও রয়ে যাবে
শত দুঃখ বয়ে যাবে
না শয়তে পারলে বলো
মনে হয় মৃত্যু ভালো
মন কি শোনে কারও কথা
শুধুই ভাবে মনে ব্যথা।
সহ্য করো সুখীই হবে
যে ব্যক্তি সয়ে যায়
জীবন নদীর কিনারায়
সেইতো সুখী হয়ে যায়।

স্বপ্ন

ঝুম্পা ঘোষ
বাংলা বিভাগ (তৃতীয় সেমেষ্টার)

স্বপ্ন দেখো দিবা নিশি
স্বপ্ন পূরণ হলে সবাই খুশি।
চাই স্বপ্নের দেশ, স্বপ্নের বাড়ি
স্বপ্নের শহর, স্বপ্নের গাড়ি।
সব স্বপ্ন হয় না পূরণ
তবুও মানুষ শ্বপ্নের কিরণ।
স্বপ্ন হল মরুভূমির মরিচিকার মত
কখনও আলো কখনও হতাশা শত।
স্বপ্ন মানুষের দিশার আলো
স্বপ্ন থাকলে সামনে এগিয়ে চলো।
স্বপ্ন পূরণ জীবনে লক্ষ
যদি না হয়, হবে কষ্ট দুঃখ।
তবুও স্বপ্ন দেখো স্বপ্ন সাজাও
স্বপ্ন নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও।

যুগের বদল

দিশা ঘোষ
বাংলা বিভাগ (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

যবে থেকে হাতে এসেছে
এক অদ্ভুত জিনিস
নামটি তার মোবাইল হলেও
বই-খাতা করে দিচ্ছে ভ্যানিশ।

আগে যেমন বসত সবাই
বই-খাতা-পেন নিয়ে
এখন তেমন বসে সকলে
মোবাইল বা ফোন নিয়ে।

আগে সকলে ভাবত বসে
হবো কবি বা গল্পকার
এখন তেমন ভাবে সকলে
কী করে হওয়া যায় ইনস্টা-স্টার।

তোমাদের কাছে শরৎ, বঙ্কিম
ছিল অনুপ্রেরণ
আমাদের আছে টিকটক-স্টার
ওদের কেই করি অনুকরণ।

তাও যদি কোনো রকমে ফোন নামিয়ে
হাতে নিয়েছি নোটস
হঠাৎ করে ওয়ালপেপারে ভেসে ওঠে
বন্ধুদের ছবির পোস্টস।

এমনি করেই যাচ্ছে কেটে
বিন্দাস আমাদের দিন
ভবিষ্যতে কী যে হবে
এই ভেবে হয় মন মলীন।

ভালো আছি

সমাপ্তি ঘোষ
বাংলা বিভাগ (তৃতীয় সেমেষ্টার)

মনের ঘরে ধোঁচাশা স্মৃতি
ঝাপসা তোমার মুখ
হেরে গিয়েই পেয়েছি খুঁজে
বেঁচে থাকার সুখ,

সব আছে তবুও যেন
কিছু নেই আমার,
সবাই আছে তবুও যেন
কেউ নেই আমার।

স্বপ্নগুলো আর ডাকে না
ইচ্ছে গুলোও ক্লান্ত
ছন্দহীন এই চলার পথে
আমিও দিক ভ্রান্ত।

সকল ভাবনা দূরে সরিয়ে
দিয়েছি আমি আজ,
আবছা হয়েছে তোমার স্মৃতি
মনে পড়ে না আর।

মাঝে মাঝে মনে হয়
হাল ছেড়েছি আমি!
আমার কষ্ট বোযার জন্য
নেইকো আর তুমি।

তুমি নামের আঘাত গুলো
আঁকড়ে ধরে বাঁচি
ভুলে গিয়ে সব তোমার কথা
আমিও ভালো আছি।

বিশ্বস্ততার প্রতীক 'কর্ণ'

অচিন্ত্য কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

অবশেষে মহাভারতের যুদ্ধ 'ফাইনাল' হল। দুর্যোধনকে কোন মতেই যুদ্ধের বিপক্ষে নিয়ে যাওয়া গেল না। কেউ কিন্ত চেষ্টা করার খামতি রাখেনি। ব্যাসদেব, পিতামহ, আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য, শ্রীকৃষ্ণ, এমনকি তার পিতা-মাতাও তাকে বোঝাতে সফল হল না। দুর্যোধনের সেই এক কথা। তার পিতার রাজ্য সে কিছুতেই পাণ্ডবদের দেবে না। রাজ্য নিতে গেলে যুদ্ধ জিতে নিতে হবে । সে বেঁচে থাকতে পাণ্ডবরা রাজ্য পাবে না। "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" তার সেই যেন ধনুক ভাঙ্গা পণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকার্যও বিফলে গেল। লাভের লাভ কিছু হল না। আসলে ভবিতব্য কে কেও খণ্ডাতে পারে না। পাণ্ডবদের জন্য পাঁচখানা গ্রাম মাত্র চেয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ । দুর্যোধন তাও দিল না। পরিণতি ভারতযুদ্ধ।

এদিকে দুজনের মাথাব্যথা বেড়ে গেল। প্রথম জন অবশ্যই মাতা কুন্তী, পঞ্চপাণ্ডবের জননী, কর্ণেরও জননী বটে। দ্বিতীয় জন শ্রীকৃষ্ণ। তার কথা একটু পরে আলোচনা করব । কুন্তীর চিন্তা একটু যেন বেশি। তিনি যে বিপক্ষ কর্ণেরও গর্ভধারিণী – একথা সবাই জানে না। আবার তিনিও সকলকে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারছেন না যে তিনি কর্ণের জন্মদাত্রী, কুমারী অবস্থাতে কর্ণ তার পুত্র – লোকলজ্জায়, সংকোচে। অথচ আজ তার দমবন্ধ অবস্থা, অন্তর হাহাকার করছে, ভিতরে ভিতরে গুমোরে মরছেন। যাইহোক তিনি ভাবলেন যে আজকে কর্ণের সাথে দেখা করা দরকার, তাকে সত্যের সাথে পরিচয় করানোর এই আসল সময়। আর হয়তো সময় নেই বড্ড দেরি হয়ে গেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার একেবারে অন্তিম মুহূর্তে তিনি গেলেন কর্ণের কাছে।

কর্ণ তখন মধ্যাহ্নে ভাগীরথীর তীরে সূর্যবন্দনায় রত। কর্ণ যেন কোন এক অজানা টানে সূর্যদেবতার ভক্ত। কুন্তী গুটি গুটি পায়ে কর্ণের সম্মুখে উপস্থিত। কর্ণ তো অবাক, রাজমাতা কুন্তী এসেছে তারসাথে কথা বলতে।

কর্ণ- প্রণাম রাজমাতা, আমি রাধেয় কর্ণ, কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি।

'রাধেয়' কথাটা কুন্তীর বুকে শূলের ন্যায় বিঁধল। সে এতটা ভাবেনি যে কর্ণ তার সাথে এভাবে কথা বলবে। যদিও বলাটা স্বাভাবিক। তার মধ্যে জমে আছে দীর্ঘ দিনের অভিমান, গ্লানি। কুন্তীর কারণেই আজ সে সূতপুত্র। নাহলে তার জীবন আজ অন্য খাতে বইত। খানিকটা সামলে নিয়ে কুন্তী বললেন- না বাবা তুমি রাধেয় নও, তুমি কৌন্তেয়, আমার পুত্র, সূর্যদেব তোমার পিতা। কুমারী অবস্থায় তোমাকে বিসর্জন দিয়েছিলাম লোকলজ্জার ভয়ে।

কর্ণ- তা আজ এখানে কি অভিপ্রায়ে রাজমাতা।

কুন্তী - তুমি তো জানো বাবা বিশাল যুদ্ধ হতে চলেছে। আর তুমি তো দুর্যোধনের পক্ষে আছ। আরেক দিকে আছে তোমার ভ্রাতারা, মাঝখানে আছি আমি অসহায় অবলা কুন্তী। আমার অবস্থাটা একটু বোঝো।

কর্ণ – রাজমাতা, জন্মের পর আমাকে পরিত্যাগ করেছ আর এখন এসেছ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আমাকে পাণ্ডব পক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য – এ কেমন ব্যবহার। রাধা মা আমাকে মানুষ করেছে, রাজা করেছে দুর্যোধন। তাদেরকে ছেড়ে কেমনে যাই তোমার কাছে। এ যে বড় অন্যায়, নীতিবিরুদ্ধ।

কুন্তী- আমি বলছি কি তুমি বাবা দুর্যোধনকে পরিত্যাগ কর। সে খল, নীচ, তোমার ভ্রাতাদের ক্ষতি চায় । তুমি চলে এস তোমার ভ্রাতাদের পক্ষে। তুমি হবে রাজা আর দ্রৌপদী হবে রাজরানী, পঞ্চভ্রাতা হবে তোমার অনুগামী, দুর্যোধনের সাহস হবে না তোমাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করতে। জগতের সবাই দেখুক কর্ণ- অর্জুন কে একই রথে।

কর্ণ- না রাজমাতা তা হয় না। দুর্যোধন আমার পরম মিত্র, দিয়েছে সম্মান, রাজত্ব, বন্ধুত্ব,অভয়। তাকে প্রবঞ্চনা করে কেমনে যাই পাণ্ডবদের পক্ষে। এ যে আমার ধর্মে সইবে না। তার আনুকূল্যে আমি সবই ভোগ করেছি, তারা আমার কোন ইচ্ছেই অপূর্ণ রাখে নি। আমার সমস্ত নাম, যশ, সম্পত্তি তাদের জন্যই। তাদেরকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কুন্তী – ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরব না। তুমি তো দানবীর, ধর্মজ্ঞ, ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা তোমার আছে। দুর্যোধন পাপী, ক্ষমতালিপ্সু তার পক্ষে থাকলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই বলছি তার পক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান কর।

কর্ণ- মাতা, তোমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছি। এতদিন পর যুদ্ধের প্রাক্কালে তোমার পুত্রস্নেহ জাগরিত হল। কই আগে তো আমার কাছে আস নি। এখন পুত্র পুত্র বলছ। তোমার কারনে ক্ষত্রিয় হয়েও আমি আজ সূতপুত্র। ক্ষত্রিয়ের সংস্কারাদি সম্পন্ন হয় নি। আমি হতাম রাজা কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে আজ আমি সূতপুত্র, উপহাসের পাত্র। কিন্তু দুর্যোধনের সৌজন্যে হয়েছি রাজা, ফিরে পেয়েছি হৃত সম্মান, গৌরব আজ আমার যা কিছু আছে তা সবই পরম মিত্র দুর্যোধনের সহায়তায়। তাই তার পক্ষ ত্যাগ করা আমার পক্ষে দুষ্কর। জানি তার পরাজয় হবে, আমার মৃত্যু ঘটবে। তবুও তাকে ত্যাগ করব না। এটাই আমার 'ফাইনাল ডিসিশন'। তবে হ্যাঁ আমার শত্রুতা শুধু অর্জুনের সাথে বাকি চার ভ্রাতাকে হত্যা করব না সুযোগ পেলেও না– একথা আশ্বস্ত করতে পারি। তোমাকে খালি হাতে ফেরাব না, রাজমাতা। হয় অর্জুন থাকবে না হয় আমি থাকব। "নিরার্জুনা সাকর্ণা বা সার্জুনা বা হতে ময়ি।" তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চপুত্রই থাকবে। "তুমি রবে পঞ্চপুত্রের জননী।"

কুন্তীর জননীহৃদয় কিছুটা হলেও শান্ত হল। চারপুত্রের অভয়দান তো পাওয়া গেল। কিন্তু কর্ণ-অর্জুনের ভাবী ভয়ংকর যুদ্ধের কথা ভেবে তার হৃদয় অজানা আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল। মনে মনে বলল সবই দৈব। তার অপেক্ষা অধিক বল নেই। চাইলেই তো সব কিছু মনের মতো হয় না। অনেক সময় মেনে নিতে হয়। রাজবাড়ীতে এই আলাপ কেউ জানল না।

এখন সময় এসেছে দ্বিতীয়জনের মাথাব্যথার কারন আলোচনার করার। তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তো কর্ণের জন্মরহস্য সবটাই জানেন। জানতেন যে কর্ণ এক ভয়ংকর যোদ্ধা। তিনি ভাবলেন কর্ণের সাথে একান্তে কথা বলা দরকার, তার সাথে সাথে আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। যাতে কেউ একথা না বলে যে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল। কর্ণকে একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে সপক্ষে আনতে পারলে কেল্লাফতে অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ। কারণ দুর্যোধনের প্রধান ভরসা হল কর্ণ। আসলে দুর্যোধন কর্ণকে এতটাই ভরসা করে যে ততটা ভরসা পিতামহ ভীষ্ম বা আচার্য দ্রোণকেও করে না। তার কারণ হল পিতামহ বা আচার্যের পাণ্ডবদের প্রতি দুর্বলতা আছে তাই তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে না বা পাণ্ডবদের বধও করবে না কিন্তু কর্ণের তো আর সেই দায় নেই, সে রাজবাড়িরও কেও নয়, দুর্যোধনের মিত্র মাত্র। তার প্রথম ও প্রধান প্রতিপক্ষ হল অর্জুন। এককথায় তার 'টার্গেট' হল অর্জুন। তাঁরই বীরত্বে দুর্যোধন এত বড়

যুদ্ধে নেমেছে। তাই কর্ণ যদি একবার পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করে তাহলে দুর্যোধনের সাহস হবে না যুদ্ধ করার। তাই কৃষ্ণ রথে করে কর্ণকে তুলে নিয়ে গেলেন একান্তে নগরের বাইরে।

কৃষ্ণ- কর্ণ, তুমি তো বিদ্বান, দাতা, বেদাদিশাস্ত্র তো ভালোই পড়েছ। সুতরাং তুমি একবার নিজে বিচার করে দেখ আমার কথার তাৎপর্য। তুমি হলে সূর্যদেবের ঔরসে কুন্তীর গর্ভের প্রথম সন্তান সেই হিসাবে তুমি কৌন্তেয়। তাহলে তোমার মত বীরের পক্ষে ভ্রাতাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার ব্যাপারটা নেহাত বোকামি নয় কি? দুর্যোধন তোমার বন্ধুমাত্র। অপরদিকে আছে তোমার সহোদর ভ্রাতারা। এ কেমন বিচার তোমার কর্ণ! তুমি যুদ্ধ করবে তোমার ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে! আর দুর্যোধন, যে পাণ্ডবদের জাতশত্রু তুমি তার হয়ে যুদ্ধ করবে! তার চেয়ে বরং তুমি এস আমাদের পক্ষে। তুমি হবে রাজা আমরা সবাই হব তোমার আজ্ঞাবহ। পঞ্চপাণ্ডব সকলেই তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকবে। ত্রিভুবনের সেরা সুন্দরী দ্রৌপদী হবে তোমার মহিষী।

আসলে কৃষ্ণের কথা গুলো ছিল খুবই সৌহার্দ্যপূর্ন ও গভীর প্রেমযুক্ত। তিনি জানতেন কর্ণের মান, অভিমান, ক্ষোভ, দুঃখ, রাগ, ঘৃণা সবকিছুই। সে সকলের কাছে কৌন্তেয় হয়েও কৌন্তেয় নয়, পাণ্ডব হয়েও পাণ্ডব নয়, অথচ হতে পারত সবকিছুই কিন্তু ভাগ্য তার সাথ দেয় নি। কুন্তীর একটা ছেলেমানুষী সিদ্ধান্তে তার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাই লুপ্ত হয়ে গেল। সে রয়ে গেল সূতপুত্র হয়ে, আড়ালে আবডালে। কৃষ্ণই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কর্ণের আসল মনস্তাত্বিক ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেলেন। তিনি জানতেন যে কর্ণের মান, অভিমান, ক্ষোভ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই তিনি কর্ণের সাথে সবসময় মধুর ব্যবহার করতেন।

তিনি জানতেন যে দ্রৌপদীর উপর কর্ণের একটু লোভ প্রথম থেকেই ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত যদি দ্রৌপদীর টোপ দিয়ে কর্ণকে বাগে আনা যায় তাহলে মন্দ কি! আসলে সমগ্র মহাভারত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কৃষ্ণ ছিল এক অসাধারণ ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। ছোট বড় সকলেই তাকে সমীহ করে চলত। তাঁর কথা বলার 'স্টাইল' ছিল নজরকাড়া। সে যে পক্ষে থাকবে সেই পক্ষকে পরাজিত করা এককথায় প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কর্ণ তো কর্ণই, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে নিয়েছে। পাল্টানোর ক্ষমতা কারও নেই সে যেই হোক না কেন।

কর্ণ- হ্যাঁ কৃষ্ণ জানি আমি কৌন্তেয়। আমার আসল পরিচয় হল রাধেয় যেটা সকলে জানে। রাধা মা আমাকে স্তন্যদান করে, আদর যত্ন বড় করে তুলেছে। আমি তাঁর কাছে

ঋণী। কুন্তী তো আমাকে জন্ম দিয়েছে মাত্র, না পেয়েছি ভালবাসা, আদর যত্ন, স্নেহ মায়া মমতা, দিয়েছে আমাকে বিসর্জন। অথচ হতে পারতাম ক্ষত্রিয়, রাজা আরও অনেক কিছু কিন্তু দুর্ভাগ্য যে হলাম সূতপুত্র। না পেলাম ক্ষত্রিয়ের সংস্কার না পেলাম রাজত্ব। সূতপুত্র কথাটার মধ্যেই যেন আমার জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আমি চাই না কৃষ্ণ কৌন্তেয় হতে, চাই না রাজত্ব, সূতপুত্র হয়েই বাঁচতে চাই।

কৃষ্ণ- কর্ণ, তুমি আছ অধর্মের সাথে, দুর্যোধনের সাথে কেমনে করিবে যুদ্ধ জয়? তুমি কি জান না যেখানে ধর্ম সেখানে জয়। তুমি তো বিজ্ঞ কিন্তু তোমার কাজকর্ম তো তা বলছে না। এ কেমন ধারা বিচার তোমার কর্ণ? তোমার তো পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। তাই বলছি কি একবার গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলে হয় না। এস আমার পক্ষে, পাণ্ডব পক্ষে। দেখুক সবাই কর্ণ-অর্জুনকে একই সাথে। সমস্ত পৃথিবী এমন কি ইন্দ্রদেবও সাহস পাবে না তোমাদের মুখোমুখি হওয়ার। তাই বলছি তুমি ত্যাগ কর দুর্যোধনের পক্ষ সে অতি নীচ, অধার্মিক, পাণ্ডবদের সহ্য করতে পারে না। তোমার মত বীরের পক্ষে তাঁর সপক্ষে থাকা মোটেই মানানসই নয়। তুমি একবার ভেবে দেখ কর্ণ। দুটো 'অপশন' আছে তোমার কাছে। পছন্দ শুধু তোমার। আমি তো ভালমন্দ বললাম মাত্র। সিদ্ধান্ত একান্তই তোমার, আমি তোমার হিত চাই কর্ণ। তাই তোমার কাছে আমার আসা।

তাহলে আমরা তোমার রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করি। ধৌম্য পুরোহিত অভিষেকের মন্ত্র পড়বেন, যুবরাজ হবেন যুধিষ্ঠির, আমরা হব অনুগামী। কি বল কর্ণ?

কৃষ্ণের কথা গুলো ছিল একেবারে মধুর, প্রীতিপূর্ণ, হিতৈষীর ন্যায় ও বন্ধুত্বপূর্ণ। দুজন পরস্পরকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। কুন্তীর কথার মধ্যে ছিল স্বার্থ, সে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কর্ণের কাছে এসেছিল। কুন্তীর কারণেই কর্ণের জীবন হয়েছিল দুর্বিষহ। সে হতে পারত অনেক কিছুই, তাঁর যোগ্যতাও ছিল কিন্তু পরিচিত হল সূতপুত্র হিসাবে। কৃষ্ণের কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। সে যা করছে তা সবই পাণ্ডবদের ভালোর জন্য, ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি কর্ণের শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। কর্ণের কাছে এমন এক অস্ত্র আছে যার নিশানা অব্যর্থ অর্থাৎ যার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে তার মৃত্যু ঘটবেই ঘটবে। আর কর্ণ এই অস্ত্র সযত্নে তুলে রেখেছিল অর্জুন-বধের নিমিত্ত। তাই কৃষ্ণের অর্জুনের জীবন সংশয় বিষয়ে একটু চিন্তা বেশীই ছিল।

বলা যেতে পারে এই সময়টা ছিল কর্ণের কাছে একটা 'টার্নিং পয়েন্ট'। একদিকে ভাবী ভয়ানক যুদ্ধ, বিনাশ অপরদিকে বিপুল সম্ভাবনা। তার জীবনের যা যা অপূর্ণ ছিল তা সবই পাওয়ার বিশাল সুযোগ। দুর্যোধনের পক্ষ নিলে বিনাশ এমন কি মৃত্যুও অপরদিকে কৃষ্ণের কথা মেনে নিলে তার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। হবে রাজা বিশাল সাম্রাজ্যের, পাণ্ডব হবে আজ্ঞাবহ দাস মাত্র, ত্রিভুবনের অসামান্যা রূপসী সুন্দরী দ্রৌপদী হবে রাণী, শয্যাসঙ্গিনী আর সহায় হবে বৃষ্ণিকুল তথা যাদবকুল। অর্থাৎ সব দিকদিয়েই কর্ণের লাভ। কর্ণের জীবনে এ এক চূড়ান্ত সুযোগ।

কর্ণ- তা হয় না মাধব তা হয় না। দুর্যোধন আমার পরম মিত্র, তার সহায়ে আমি হয়েছি অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর। পেয়েছি সম্মান, যশ, খ্যাতি, আমার কোন সাধই অপূর্ণ নেই কৃষ্ণ। সে আমার প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। এমন দুর্যোগের সময়ে পরম মিত্র দুর্যোধনকে ফেলে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেওয়া একান্তই আমার পক্ষে অসম্ভব মাধব। এ যে অধর্ম, নীতিবিরুদ্ধ। দুর্যোধন আমার ভরসাতেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাকে সংকটে ফেলে আমি হব রাজা- এ তো আমি কল্পনাই করতে পারিনি। বন্ধুকে বিপদে ফেলে, বিপদে সহায় না হয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি- এ শিক্ষা তো আমি পাইনি কৃষ্ণ। তাছাড়া এতদিন যাদেরকে শত্রু বলে মেনেছি হঠাৎ তাদের পক্ষে যোগদান করা কি আমার পক্ষে শোভা পাবে? সবাই ভাববে আমি ভীতু, ভয়ে বিশেষকরে অর্জুনের ভয়ে শত্রুপক্ষে যোগদান করছি। এতে আমার অপযশ হবে। তা আমার পক্ষে মৃত্যুর থেকেও ভয়ংকর। আমি বেঁচে থেকেও যেন মৃতবৎ থাকব।

ক্ষমা করো আমায় মাধব। তুমি আমার হিতকারী কিন্তু আমার পক্ষে তোমার কথা রাখা অসম্ভব। আমি জানি দুর্যোধন খল, নীচ, অধার্মিক সে পাণ্ডবদের দুচোখে দেখতে পারে না তবুও সে আমার পরম মিত্র। আমায় দিয়েছে সবকিছু এতটুকুও কার্পণ্য করেনি তার দয়াতেই আজ আমার এতকিছু। আজ তারই সংকটে তাকে পরিত্যাগ করব! কৃষ্ণ এ যে আরও নীচতা, অধার্মিকতা। তা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কৃষ্ণ। আমি জানি দুর্যোধনের পরাজয় হবে, বিজয়ী হবে পাণ্ডবপক্ষ যুদ্ধে অর্জুনের হাতে মৃত্যু হবে আমার। পাণ্ডবেরা আছে ন্যায়পক্ষে, ধর্মের পক্ষে সর্বোপরি তুমি আছ তাদের রক্ষাকর্তা। ত্রিভুবনে কার সাধ্য আছে তাদের ক্ষতি করবে, আমি তো নগণ্য মাত্র কৃষ্ণ।

কিন্তু মাধব আমি তো কথা দিয়েছি মিত্র দুর্যোধনকে যে জীবনে যাই আসুক না কেন তাকে পরিত্যাগ করব না। সুযোগ এসেছে কৃষ্ণ সে কথা রক্ষা করার। আমাকে বিভ্রান্ত কর না কৃষ্ণ, আমাকে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ দাও, এমন সুযোগ আর পাব না। আমার মৃত্যু দিয়েও আমার কথা রক্ষা করব, রক্ষা করব মিত্র দুর্যোধনকে। এই আমার শেষ কথা মাধব, ক্ষমা করো আমায়।

কৃষ্ণ- ধন্য তুমি কর্ণ ধন্য তুমি। ধন্য তোমার বন্ধুপ্রীতি, জগতে প্রায় বিরল। তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের বিষয় কর্ণ। যাও যুদ্ধ করো বীরের মত সবার যেন মনে থাকে। সবাই যেন ধন্য ধন্য করে।

প্রশ্ন

প্রভাত ঘোষাল
ইংরাজী বিভাগ (চতুর্থ সেমেস্টার)

আমার বাড়ি সাগর জলে,
আমার বাড়ি বাতাস,
আমার বাড়ি বিশ্বজুড়ে,
আমার বাড়ি আকাশ ।

দৃষ্টি আমার মনের মতো
হৃদয় শিশুর মন,
ঠিকানা মোর সব খানেতে
তোমার ত্রিভুবন ।

বলতে পারো কে-সেই আমি !
কোথায় আমার ধাম?
আমার মাঝে আমি-ই তো নেই,
কী-ই বা আমার নাম।।

মানবতা

দীপক কুমার ঘোষ
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাত্রসায়র মহাবিদ্যালয়

মানুষ আমরা শ্রেষ্ঠ জীব এই ধরা তলে,
মাঝে-মধ্যে সেই কথাটি আমরা যাই ভুলে।
বিশ্বজগত সংসারে যত আছে প্রাণী,
মনুষ্যত্ব-ই শ্রেষ্ঠ মোদের করেছে সেই জানি।
দয়া-মায়া স্নেহ-ভালোবাসা, পরার্থপরতা; এই সৎগুণ ছাড়া,
এই বিশ্বে মানুষ বলে গণ্য হবো না মোরা।

বিশ্বে যত বিদ্বেষ আর হিংসা ও মারামারি,
অমানবিক পিশাচ তারা মানবসভ্যতার অরি।
স্বার্থসিদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ মারে যারা,
মানবতার শত্রু, অবিবেচক, অমানুষ হয় তারা।
সব কিছু ত্যাগ করলেও করব না ত্যাগ মানবতা,
মানুষ হিসেবে গোটা বিশ্বে এই হোক মোদের প্রতিজ্ঞা।
জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেতে হলে তাই,
মানবতাকে পাথেয় করে চলতে হবে ভাই।

মানবের মূল্যবোধ

ডঃ বিষ্ণুপ্রসাদ দাশ

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

ভারতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আশ্রমের ঊর্ধ্বে অনুসন্ধিৎসা কর্মবিজ্ঞানীরা ধর্ম, দর্শন, কলা, সাহিত্য পরম্পরার মাধ্যমে বিবিধের মাঝে একত্ব প্রতিষ্ঠা করে অন্তর্নিহিত গুণাবলীর গুণগান করে বিশ্লেষণাত্মক অলৌকিক তত্ত্বকে উন্মোচন করা। তত্ত্বাভিমুখী যাত্রাতে দিব্য সৌহার্দ্য, একপরিবারত্ব, দৈন্যতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, উদারতা, কর্মপরায়ণতা, নিষ্ঠা, পরোপকারাদি অনন্ত গুণাবলীর ভিত্তিভূমি প্রদান করা। নূতনত্বে সজ্জিত করে জগৎকে মানব জীবনের বাস্তব মূল্যবোধ প্রদান করা।

কাল কবলিত, ত্রিতাপে প্রপীড়িত মোহগ্রস্ত জীব নাম এবং রূপবিশিষ্ট বিষয়বাসনা জর্জরিত ভোগ দ্বারা দুঃখ ভোগ করে। অর্থাৎ অনাদি বহির্মুখ জীব, বাসনানুকুল বহিঃভোগরূপ জগৎ অনর্থের মূল কারণ। ভোগের ফলদাতা পরমেশ্বর, পরমাত্মা সর্বান্তর্যামী। জীবের হৃদয়ে সাক্ষী রূপে থাকেন। মনুষ্য শরীর পঞ্চভূতাত্মা জড়রুপ। জড় শরীরে পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা ইন্দ্রীয়গুলি শক্তিমান। যাহার অন্তর্নির্হিত শক্তিতে অনন্ত জগৎ পর্যবশিত। প্রাণ-অপ্রাণ, বান, উদান সমান পাবায়ু দ্বারা শরীর চলনশীল এবং প্রতিষ্ঠিত। অস্ত্রেদীয়মান সুখের দুঃখের বাসনার মূল কারণ। অর্থাৎ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি মার্গ দুটির নিয়ন্ত্রক ও বিনিযোজক। নিয়ামক বুদ্ধি প্রবৃত্তি মার্গ বা নিবৃত্তি মার্গের ব্যবস্থাপক। মাতৃ-পিতৃ সমুৎপন্ন শরীর, স্থূল শরীর। স্থূল শরীর ছাড়া শুষ্ক শরীর সতেরোটি অবয়বযুক্ত। শুদ্ধ শরীরে কর্ম থেকে উৎপন্ন কর্মসংস্কার জন্মান্তরের গতিপ্রাপ্তির মূল। সেই সতেরোটি অবয়ব হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রীয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রীয়, পঞ্চপ্রাণ, অন্তঃকরণ (মন), বুদ্ধি আদি অবিদ্যার বশবর্তী দ্বারা কর্মফল বা কর্মসংস্কার উৎপত্তি করে। কর্মফল দ্বারা আবৃত্ত কর্মফল সংস্কারকে আধার করে জীবাত্মা উঁচু নীচু জন্মলাভ করে। কর্মাসক্ত প্রাপ্ত জীব জন্ম-মরণ চক্রে বা আবাগমনচক্রে জন্মান্তরের গতি প্রাপ্ত করে। অনন্ত উঁচু-নীচু জন্মের মধ্যে কর্ম প্রাধান্য মানবের জন্ম। কিন্তু মানুষের জন্ম হয়েছে তটস্থের অবস্থা। ঊর্ধ্বস্থানীয় দেবতাদি, অধঃস্থানীয় তীর্যক পশু প্রভৃতির মধ্যে তটস্থ অবস্থা হয়েছে দুর্লভ মানুষের কর্মপ্রাধান্য। একদিকে আবাগমনচক্রের অনন্ত ভোগাভোগ বা অপরপক্ষে মুক্তির উন্মোক্ত দ্বারেস্থিত প্রাপ্ত কর্মপ্রাধান্য গত্যন্তরস্থিতি। পরন্তু আসক্তিরহিত অহঙ্কার বিবর্জিত সম্পাদনযুক্ত ভগবৎ সমর্পিত কর্ম

অহেতুকি কর্মফল প্রদান করে। যে কর্মফল জীবের মুক্তির কারণ বা মুক্তিপ্রদায়ক। মুক্তির বিবিধমার্গ বিবিধ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

কিন্তু সাধনাসাধক সাধনা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু শান্তিপ্রদায়ক সাধ্যসাধনাযুক্ত সিদ্ধাবস্থা সমাধান পরম প্রয়োজন। সাধনা ক্ষেত্রে সাধককে বা মানুষকে মুক্তিপথ অতিক্রম করতে হলে বিবিধ সোপানকে অতিক্রম করতে হবে। কর্তা ভোক্তার অভিমান পরিহার করে, নিষ্কিন হৃদয়ে, নিরহংকার মনে বিভ্রান্ত বিবর্জিত চিত্তে দান, সেবা, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্যের উপস্থিতিতে, ভক্তা-ভক্তি ভগবৎ আনুকূল্যে অহিংসা তথা তপঃআচরণপূর্বক, স্থির নিশ্চিত যোগারূঢ় বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্তানুভব ক্রমবর্ধিষ্ণু সোপান বিস্তারিত পর্যায়ে জ্ঞান তথা ভক্তিযোগ ঐশ্বর্য, মাধুর্য দ্বারা জীব দিব্য অলৌকিক চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। গুণযুক্ত শরীর নির্গুণত্ব প্রাপ্ত করে। অর্থাৎ সত্ত্বরজতম গুণযুক্ত শরীর গুণাতীত হয়ে গুণধর্ম বিচ্যুত কারণে জীবনমুক্ত বা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত করে। জীবের এই জীবনমুক্ত অবস্থা সাধকের সিদ্ধাবস্থা। জীবনমুক্ত অবস্থাতে সম্পাদিত কর্ম কর্মসন্ন্যাসযোগ যোগারূঢ় সাধক আত্মতত্ত্ব জ্ঞানদ্বারা আত্মজ্ঞানী হয়। 'জ্ঞানার্থী সর্ব কর্মানী ভস্মাসাৎ কুরুতেজুন'। যোগারূঢ় নিষিঞ্চন সাধক মাধুর্য তত্ত্ব নিবিষ্টে পরম বা শ্রেষ্ঠতম ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়। যাহা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ পুরুষার্থ অতিরিক্ত ঊর্ধ্বতত্ত্ব নিশ্চলাভক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত।

"অনন্যা মমতা বিয়ৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদ-নারদোদ্ধবাঃ।।"

সাধক জীবন ছাড়া সাধারণ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন যুক্ত জীবন পশুতুল্য, অবিবেক, মূল্যহীন। পরমেশ্বরের ভক্তি হচ্ছে মানুষের পরম ধর্ম।

शिक्षा का महत्त्व

डः निमाइ चरण महापात्र

सहायक अध्यापक, विभागमुख्य (संस्कृत विभाग)

शिक्षा ही मानवजाति का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ परिचय है। शिक्षा के बल पर आज मनुष्य विश्व में सब का विकाश करने में समर्थ है। इस धरती पर मनुष्य को छोड़ कर और कोई भी प्राणी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सक्षम नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ भी ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन यह सब तो पशुओं के पास भी होता है। लेकिन मनुष्य ऐसाएक ही प्राणी है जो उचित शिक्षा लाभ कर धर्म और ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। अतः भर्तृहरि ने नीतिशतक में लिखा है कि जिसके पास विद्या तपस्या दान ज्ञान गुण शील और धर्मादि नहीं वह मनुष्य नहीं है। वह तो मनुष्य के रूप में पशु ही है। जैसा कि लिखा है।

येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ।।

अत एव मानव जाति के लिए शिक्षा की प्राप्ति करना अनिवार्य है नहीं तो वह दानव वन जाता है। समाज के लिए हानिकारक होता है। सवका नुकसान करता है। किसी का भी उपकार नहीं करता है। हमेशा अपना स्वार्थ ही देखता है। दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता है। वरं दुसरे के विरोध के लिए प्रयत्न करता है। उसकी हानि करने में अपना सुख मानता है। उसका अर्थ है उसने उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की है। वह तो दुसरे को दुःख पहुंचाने में दुसरे की सुविधा में वाधा पहुचाने में ही अपना आनन्द समझता है। इसलिए वह कभी किसी का उपकारनहीं करताहै। हमेशा अपकार करके ही स्वयं आनन्दित होता है। यह

उसकी मूर्खता है। क्योंकि इसका परिणाम भयंकर होता है और उसका सर्वनाश होता है।

मनुष्य जन्म का फायदा तो दुसरे के उपकार करने में ही है। जिससे वह आगे चल कर पुनर्जन्म मे परम सुख और शान्ति की प्राप्ति करता है। यह सव शिक्षा द्वारा ही सम्भव होता है। विशेषतः हमारे संस्कृत शिक्षा के भारतीय दर्शन शास्त्र में यह सारी वातें स्पष्ट रूप से वतलाई गई है।

अत: समाज में सुख शान्ति और समृद्धिके लिए शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है। इसीलिए भर्तृहरि ने नीतिशतक में लिखा है कि शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है।

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ।
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता
विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्याविहीनः पशुः ।।

The Relation between Sign of Material Implication and 'If…then…'

Ziaur Rahaman
Assistant Professor,
Department of Philosophy

The aim of deductive logic is to provide methods and techniques, by which wecan analyze and appraise the deductive arguments in an easy way. But this task sometimes seemsvery difficult to us because of the peculiarity of the language in which arguments are presented. viz. words may by be vague or idioms may confuse or mislead, emotional appeal may distract. This happens in case of any natural languages like English, Bengali, Hindi etc. To avoid these difficulties and to accomplish their work clearly, logicians construct an artificial symbolic language free from these kinds of ambiguities and unclarities. In this newly formed artificial language we can express arguments with precision. For example -

If laws are good and their enforcement is strict, crime will diminish. If strict enforcement of laws will make crimes diminish, then our problem is a practical one. The laws are good. Therefore our problem is a practical one.

Now, if we want to determine the validity of this argument, it would seem to us very laborious and there would be a very high possibility of committing mistakes. But if we do this after expressing it in that newly formed artificial symbolic language, our task would seem to us very easy. We can symbolize this argument in this following way-

(L . E) ⊃ D

(E ⊃ D) ⊃ P

L / ∴ P

After expressing the argument in the symbolic language we can determine the validity of this argument by using any decision procedure method viz. Truth Table, Truth Tree etc.

'⊃ ' is one of the very important and unique notions of the artificial language formed by the modern logicians. It is a constant of this language. This sign is generally known as ' horse shoe' or ' implication sign' or 'entailment sign'. This

sign is also expressed as ' →' by a few logicians like Jonson. This sign generally works as a linking expression and it functions like an English expression 'If...then...' Moreover, it can be said that this sign is used as a corresponding sign of ' if... then...' Though it is used as a corresponding sign, English expression "If"[1] has several uses those are not captured by 'כ '.

The statement of the form ' if...then...' is called ' hypothetical 'or' conditional' or 'implication' statement. The sentence immediately following 'if' is called 'antecedent' and the statement immediately following 'then' is called 'consequent' of a hypothetical statement. For example - 'if it rains then the ground will wet' in this statement 'it rains' is antecedent and 'ground will wet' is consequent.

A conditional or a hypothetical statement asserts that in any case in which its antecedent is true, its consequent can't be false. "The essential meaning of a conditional statement is the relationship asserted to hold between antecedent and consequent, in that order"[2]. To understand the meaning of a conditional statement we must understand first what the relation of implication is.

Plausibly, implication appears to have more than one meaning in the English language. In other words we can say that there are different kinds of hypothetical sentences in the English language. For example

1) If all men are mortal and Plato is a man, then Plato is mortal.
2) If Jones is a bachelor then Jones is unmarried.
3) If this piece of blue litmus paper is placed in acid then this blue litmus paper turns red.
4) If Mohan Bagan loses their home game then I will eat my hat

Clearly, here, we can recognize that these conditional statements are of different types. The consequent of (1) follows logically from its antecedent, whereas the consequent of (2) follows definitionally from its antecedent. On the other hand the consequent of (3) neither follows logically nor definationally from its antecedent, but the relation between antecedent and consequent discovered empirically, whereas the consequent of (4) neither follows logically nor definationally nor discovered empirically but it reports a

[1] Few logicians like Susan Haack express "If..then…' as 'If'.

[2] Introduction to Logic, I M Copy and C Cohen

decision of the speaker to behave in the specified way under special circumstances.

There is another type of hypothetical statement that is called 'material implication' or 'material hypothetical'. This type of hypothetical statements used, generally, to refute the antecedent of that conditional statement emphatically.viz.

(5) If Plato is a politician then I am a monkey's uncle.

There is no connection between antecedent and consequent of this type of hypothetical sentence, whether logical, definitional or empirical. It is already known that the consequent of a hypothetical statement can never be false, if its antecedent is true. But in this type of hypothetical sentence the consequent is obviously false, so it means that its antecedent is vacuously false. Therefore, it can be said that, here, it is a way by which the author emphatically denies the antecedent. So, here in this sentence the author emphatically denies that Plato was a politician, which is its antecedent.

Now the question arises to us that Is there any identifiable common meaning or characteristic or partial meaning among these types of conditionals? There is a convenient way to approach this question is to ask under what circumstances a hypothetical statement should be false? Any hypothetical statement of the form 'If....then....' is known to be false if its antecedent is true and its consequent is false, more precisely it can be said that the conjunction of its antecedent and negation of its consequent is known to be true i.e. 'If...p...then....q...' is false, if (p.~q) is true. And the statement of the form 'If...p..then...q..' is true if the conjunction of its antecedent and negation of its consequent is true i.e. ' If ....p then....q.. ' is true, if ~(p.~q) is true. Thus we may regard that ~(p.~q) as part of the meaning of any kind of hypothetical statement.

Now we are in a position to draw a conclusion about the common or partial meaning of the various kinds of hypothetical statements. Instances stated above (1 - 5) are of hypothetical statements, but they assert different kinds of implications between their antecedent and consequent. But no matter what types of implication asserted by them, a part of their meaning is: The negation of the conjunction of its antecedent and negation of consequent i.e. ~(p.~q) is true.

On the other hand if we look at the use of the logical constant ' כ , we can see similar types of use, of 'If....then....' of English, as we discussed above. The statement of the form 'pכq' is known to be false if 'p' is true and 'q' is false together i.e. ' p.~q' . And 'pכq' is known to be true in any other cases considered in the system.

On the basis of the above mentioned similarities between the use of ' כ ' and ' if', we translate the English expression ' if ' to logical constant ' כ ' , as well as statement of the form ' If...p...then...q...' to ' p כ q ' . But we cannot return in the same way i.e. we cannot translate ' p כ q ' to ' if...p ..then...q...' . Because there are few uses of ' if ' in English those are not captured by the use of ' כ ' . Thus, here it can be said that whatever is entailed by ' >' is also entailed by ' if ' but not vice versa.

There are some logicians who claim that the identification of ' if ' with '>' is misleading, namely, Strawson, Anderson, Belnap, Johnson, and Moore. Strawson in his book 'Introduction *to Logical Theory'* claims that this identification is not only misleading, but it is definitely wrong. He provides the following reasons behind his claim.

The meaning of the statement of the form ' p כ q ' is given by a rule i.e. the statement of the form ' p>q ' is false if the conjunction of ' p ' and '~q' is true and true in all other cases considered in the system. So, it can be said that the truth of its consequent and falsity of its antecedent are sufficientconditions of truth value of the statement of the form 'p>q', and together they are necessary and sufficient conditions of its truth value.

On the other hand the statement of the form 'if ...p.. then...q..' is used, when we were not sure about the truth value of its component statements (here, p and q), nevertheless we connect consequent(q) with antecedent(p) , because we think that antecedent is the logical ground for the acceptance of consequent. That is why we hesitate to apply the adjective 'true' or 'false' to a conditional or a hypothetical statement. Instead of that, we feel comfortable to call a conditional statement 'reasonable' or ' well founded'. For example- 'If you are a student of logic then you can solve this problem' - we cannot say that it is a true statement or not but it can be said that it is a reasonable statement (or not).

We can make two statement of the form ' if....then....' and '.....ↄ.....' by using the same component statement, just one of them would be true(or false) or be labeled true(or false) but remainder is not. viz.

A) If Plato sacrifices his life for the freedom of India then he is a martyr.'

B) Plato sacrifice his life for the freedom of India ↄHe is a martyr'.

The falsity of 'Plato sacrificed his life for the freedom of India' is the sufficient condition of truth of the statement (B) but not of (A), after all we cannot say anything about the truth value of (A). Otherwise there would be no point to make sentences like (A). ' Plato does not sacrifice his life for the freedom of India' is the sufficient condition to verify the truth value of (B) i.e. true, and as well as of (C) : ' Plato sacrifice his life for the freedom India ↄ He is not a martyr' , but not of (A).

Therefore, it can be concluded that 'p ↄ q' is consistent with ' pↄ~q' and the falsity of 'p' is the sufficient condition of the truth of both 'pↄq' and ' p ↄ ~q' . And their joint assertion is equivalent to '~p ' viz.

1. (pↄq) . (pↄ~q)

2. (~p v q) . (~p v ~q).....,..1, Impli

3. ~p v (q . ~q).....2,Dist

4.~p .....3, Dropping self contradictory disjunction.

On the other hand ' If Plato sacrifices his life for the freedom of India then he is a martyr' and ' If Plato sacrifices his life for the freedom of India then he is not a martyr' is inconsistent with each other, their joint assertion is self contradictory. So, we can state with precision that-

1) (p>q) . (p>~q) is contingent

2) (if p then q) and (if p then not q) is self contradictory.

Thus, Strawson concluded that the identification of ' ↄ ' with ' if...then....' is a misnomer. But Nelson argues that what is required for 'p' to imply 'q' is not just that it is impossible for 'p' to be true and 'q' to be false, but also that there be some 'connection of meaning' between 'p' and 'q'. On the other hand Anderson and Belnap also held similar views. They proposed a stricter conditional which requires a relation of relevance between antecedent and

consequent. They object to calling ' כ ' 'material implication' as well as to reading it ' If...then...'.

Faris, in his book ' Truth Functional Logic ' argues that - ' If ....A ...then...B..' is derivable from ' A כ B' , so that 'If ....A ...then...B..' and ' A> B ' are interderivable, if not synonymous. Susan Haack illustrate his view in the following way- " He assumes that a necessary and sufficient condition for the truth of ' If ....A ...then...B..' is condition E: there is a set S of true propositions such that B is derivable from A together with S"[3]. Faris goes on, if A > B is true, there is a set of true proposition, namely the set of which ' A > B ' is the only member, from which B is derivable together with A ; so , condition E satisfied, and ' If ....A ...then...B..' is true. This argument has been attacked at various points, but objectors fail to point out exactly where theflaw is in the argument.

There are other philosophers, like, Johnson, Moore, who said that, the apparent discrepancies between ' כ ' and 'if..then...' is conversational implicature rather than of truth condition. They explain their view in the way something like this: It is not that ' If ..p.. then..q..' is false, if ' p ' is false or ' q ' is true, but rather than it is pointless and misleading to assert ' if..p..then..q..' when there is no connection between 'p' and 'q' , if one entitled to assert '~p' or 'q'.

There is another type of difficulty about the material implication or statement of the form 'p כ q' , that is well known as 'paradox of material implication' . Paradoxes are-

1) A self-contradictory proposition can imply any proposition whatsoever.

2) A tautologous proposition can be implied by any proposition whatsoever.

But there are some logicians, namely, Kneale, Popper, Bennet, Lewis, who hold that paradoxes are the truth about entailment. To avoid the paradoxes if material implication logicians proposed a strict implication (Δ) i.e. 'p→q' read as 'p' strictly implies 'q', . If 'q' is true in all possible cases in which 'p' is true then it can be said that 'p' strictly implies 'q'. But strict implication has its own paradoxes. Lewis thought that strict implication was the formal counterpart of the intuitive idea. For him paradoxes are truth about implication. Since, there is a valid deduction of any necessary

[3] Philosophy of logics, Susan Haack

conclusion from an arbitrary premise and of an arbitrary conclusion from an impossible premise.

There are few intuitively valid principles of deductive inference, by the use of which Lewis showed that the paradoxes are not invalidly derived.

a) Any conjunction entails each of its conjuncts.

b) Any proposition 'p' , entails 'p√q' , no matter what 'q' may be.

c) Premisses (p v q) and '~p' together entails 'q'.

d) Whenever 'p' entails 'q', and q' entails 'r' then 'p entails r'.

Lewis has shown that by using these intuitively valid principles, we can derive any arbitrary proposition 'q' from any proposition of the form ' p . ~p ' in the following way-

1. p.~p
2.p……1 by Simpl
3.p v q……..2 by Add
4. ~p……1 by simpl
5. q……..3,4 by Ds

by using (d) we will obtain the result '(p.~p) entails q'. Similarly it can be shown that a tautologous proposition can be derived from any proposition whatever.

Lewis challenged the critics of strict implication to say which step of this derivation could possibly be rejected. Hughes and Cresswell wrote in their book 'An Introduction to Modal Logic' that " this derivation shows that the price which has to be paid for denying that '(p.~p) entails q' is the abandonment of at least one of a - d . Frankly, this price seems exorbitantly high to us."

Anderson and Belnap center their criticism on the step from 'p v q' and '~p' to ' q' . Their explanation would go in the following way: 'or' has two senses - truth functional and intentional. In the intentional sense, the truth of 'p v q' requires that disjuncts be relevant to each other. They argue that the step ' p v q' from 'p' would be valid only if 'v' is understood truthfully , but the step 'q' from 'p v q' and '~p' is valid only if 'v' is understood intentionally.

Here, I think, it is important to mention that - they do not deny that 'q' is deducible from ' p.~p ' , but what they deny is that 'q' is deducible from 'p.~p'

is valid in the real sense of validity. Because , they thought that the standard sense of deductibility is defective , since it ignores consideration of relevance. Anderson and Belnap put appropriate restrictions on deductibility, such as : 'B' is deductible from 'A' only if 'A' is used in the derivation of 'B'. This restriction is summarized by Fogelin as ' the Rule of No Funny Business' . More precisely we can say that they don't deny that if 'p√q' (where 'v' truth functional) is true and '~p' is true, then necessarily 'q' is true, but they deny that this is sufficient to show that the argument is valid.

Despite, there are so many discussion and discrepancies between the logicians, on the discrepancies between ' כ' and ' If...then....' of English, though we are in a position to draw conclusion. The logical constant 'כ' of symbolic language is not to be regarded as denoting the meaning of 'If...then...' , because there is no single meaning of it in English language., rather than it has several meanings. Nor 'כ' is to be regarded as standing for all the meanings of ' if...then...' . These are all deferent and any attempt to abbreviate all of them by a single logical constant would render that symbol ambiguous- as ambiguous the English expression ' if...then...' . The symbol '>' of logic is completely unambiguous. What ' pכq' abbreviate is that '~(p.~q)', whose meaning is included in the meanings of each kinds of hypothetical statement considered. I think these two questions are very important in this context- For what purpose the formalization is needed? and Does that purpose need anything stronger than material implication? If one asked which type of implication statement best correspond to statement if the form 'If...then...', the answer may be that different formal conditionals correspond best to different uses 'If....then...'. Mckie mentioned, in his book ' Truth Probability and Paradox', that 'if...then....' has several uses un English, one of which may closely correspond to the use of '...>...', but others of which requires different representation. Being truth functional, material implication is simplest of formal conditionals, whether resort to strict or subjunctive or relevant conditionals brings advantages to compensate for the loss in simplicity. I think the purpose in which formalization needed us crucial. If one concerned only to represent formally valid arguments which are used in Logic, for instance, it might be that a truth functional implication would be adequate. If one is concerned to represent arguments in empirical sciences, he needs subjunctive conditionals. So, in Logic, the role of formal conditional playing is adequate.

চিত্রকলা

সোমাশ্রী দাস

ইতিহাস বিভাগ (সেমিস্টার-৪)

সাগরিকা নন্দী

ইংরাজী বিভাগ (সেমিস্টার-৬)

অভিজিৎ ঘোষ

এডুকেশন বিভাগ (সেমেস্টার – ৪)

দীপা খাতুন

দর্শন বিভাগ (সেমেস্টার -৫)

নিবেদিতা কর্মকার

ইংরাজি বিভাগ (সেমেস্টার -২)

GALLERY

Annual Social - 2022

College Sports - 2022

Wall Magazine 'Nidarshan' of Bengali Department being inaugurated.

World Yoga Day being celebrated at College.

International Women's Day being celebrated at College premises.